বাংলাদেশ

ন্যূনতম অগ্রগতি – চেষ্টা নেয়া হয়েছিল, কিন্তু চলমান প্রচলিত আইনগুলি, এবং সেই আইনের চর্চার কারণে এই অগ্রগতি বিলম্বিত হয়েছে

২০২৪ সালে, শিশু শ্রমের সবচেয়ে নিকৃষ্ট রূপটি নির্মূল করার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ শুধুমাত্র ন্যূনতম অগ্রগতি সাধন করেছে। সরকার সারা দেশে সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের উন্নতি সাধনে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ৩,২১৪টি সরকারি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান এবং ৯৮,০৪৬ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া। তবে, বাংলাদেশ এই বিষয়ে কেবলমাত্র ন্যূনতম অগ্রগতি করেছে বলে মূল্যায়ন করা হয়েছে, কারণ কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলিতে পূর্ব-ঘোষণা ছাড়া পরিদর্শন করার অনুমতি দেয়া হয়নি। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী, কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে পরোক্ষভাবে পরিদর্শন সম্পর্কে অবহিত করতে হয়, যার ফলে নিয়োগকর্তারা পূর্বেই পরিদর্শন সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। নিয়মিত পূর্ব-ঘোষণাবিহীন পরিদর্শনের অভাবের কারণে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে শিশু শ্রম আইন ও অন্যান্য শ্রমসংক্রান্ত আইনের অপব্যবহার, এবং সম্ভাব্য লঙ্ঘন শনাক্ত না-ও হতে পারে। তদুপরি, বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারাগুলি শিশু শ্রম সংঘটিত হয় এরকম সব খাতে কর্মরত শিশুদের জন্য প্রযোজ্য নয়। শিশু শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি শুধুমাত্র দীর্ঘ একটি আইনি প্রক্রিয়া শেষে আরোপ করা সম্ভব হয়, এবং বিচার শেষে আদালত যখন শাস্তি আরোপ করে, তখন ঐ জরিমানার পরিমাণ এতটাই কম হয় যে, তা শিশু শ্রম আইন লঙ্ঘন প্রতিরোধে মোটেই কার্যকর হয় না। সরকার, ২০২৪ সালে শিশু শ্রম সংক্রান্ত ফৌজদারি আইন প্রয়োগের পদক্ষেপ সম্পর্কিত তথ্যও জনসাধারণের কাছে প্রকাশ

শিশু শ্রম নির্মূল করার জন্য প্রস্তাবিত সরকারি পদক্ষেপসমূহ

নিম্নে প্রস্তাবিত সরকারি পদক্ষেপগুলো বাংলাদেশে শিশু শ্রমের সবচেয়ে নিকৃষ্ট রূপ নির্মূলের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে মার্কিন শ্রম মন্ত্রণালয় (USDOL) কর্তৃক শনাক্তকৃত ঘাটতিগুলো পূরণ করবে।

ক্ষেত্র	প্রস্তাবিত পদক্ষেপ
আইনি কাঠামো	গৃহকর্মে, জাহাজে, এবং ছোট খামারে কর্মে নিয়োজিত শিশুসহ সকল কর্মরত শিশুদের শ্রম সুরক্ষার জন্য ন্যূনতম বয়স সীমা প্রসারিত করা।
	শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ধরনগুলোকে বিস্তৃত পরিসরে নিষিদ্ধ করণ নিশ্চিত করতে হবে, এবং এতে গৃহকর্মকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
	মাদক উৎপাদনের জন্য শিশুদেরকে ব্যবহার করা, শিশুদেরকে সংগ্রহ করা এবং শিশুদের কাছে প্রস্তাব করা ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে নিষিদ্ধ করতে হবে।
	রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের জোরপূর্বক নিয়োগ নিষিদ্ধ করতে হবে। আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে যে রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছায় যোগদানকারীদের নিয়োগ দেয়ার ন্যূনতম বয়স হবে ১৮ বছর, অথবা বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকলে ১৬ বছর।
	বেসরকারি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের নিয়োগকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে নিষিদ্ধ করতে হবে।
	শিশুদেরকে পতিতাবৃত্তিতে ব্যবহারের যে কোনো ধরনকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে নিষিদ্ধ করতে হবে—তারা যেভাবেই এতে জড়িত হোক না কেন।
	শিশুদের জন্য আইনগত ভাবে ন্যূনতম ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
প্রয়োগ করা	শ্রম পরিদর্শকদের ক্ষমতায়ন করতে হবে যাতে করে তারা প্রাথমিক অপরাধসহ সকল ধরনের শ্রম আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, জরিমানার পরিমান মূল্যায়ন করতে পারে অথবা শাস্তির সুপারিশ করতে পারে। পাশাপাশি, শিশু শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির পরিমাণ এমনভাবে বাড়াতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের লঙ্ঘন কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করা যায়।
	যেসব সরকারি কর্মকর্তা শিশু পাচার ও শিশুদের বাণিজ্যিক যৌন শোষণে জড়িত, ঘুষ গ্রহণকারী কর্মকর্তাসহ, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও মামলা পরিচালনা করতে হবে।

ক্ষেত্র	প্রস্তাবিত পদক্ষেপ
	প্রায় ৭ কোটি ৪৫ লাখ শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে যথাযথভাবে তদারকির জন্য শ্রম পরিদর্শকের সংখ্যা ৪৪২ জন থেকে বাড়িয়ে ১,৮৬১ জন করতে হবে।
	রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোতে শিশু শ্রমসহ সকল শ্রম পরিদর্শনের জন্য পূর্ব-ঘোষণা ছাড়াই পরিদর্শন করার অনুমতি দিতে হবে, এবং তা কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে হবে।
	সরাসরি মধ্যস্থতা বা সমঝোতা না করে সব ফৌজদারি শিশু শ্রম লঙ্ঘনের মামলাকে বিচারের আওতায় আনার ব্যবস্থা করতে হবে।
	পরিদর্শক ও তদন্তকারীদেরকে শিশু শ্রমের নিকৃষ্ট রূপ, বিশেষ করে শিশুদের বাণিজ্যিক যৌন শোষণ বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, যাতে এ ধরনের মামলাগুলো ধারাবাহিকভাবে তদন্ত করা যায়, এবং বিচার করা যায়।
	শিশু শ্রম সম্পর্কিত ফৌজদারি আইন প্রয়োগের উপর জাতীয়-পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং প্রকাশ করতে হবে, যার মধ্যে থাকবে তদন্তকারীদের প্রশিক্ষণ, পরিচালিত তদন্তের সংখ্যা, শুরু হওয়া মামলাসমূহ, দোষী সাব্যস্ত করার সংখ্যা, এবং প্রদত্ত শাস্তির তথ্য।
	স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা যারা সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত কর্মসূচিগুলিতে শিশুদেরকে নিয়োগ প্রদান করে, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা করতে হবে, এবং তাদেরকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে।
সমন্বয় করণ	শিশু শ্রম, এবং এর মূল কারণগুলো মোকাবেলার জন্য সমন্বয় ও সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির মধ্যে একটি শক্তিশালী রেফারেল বা প্রেরন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
সরকারী নীতি সমূহ	নিশ্চিত করতে হবে যে, শিশু শ্রম নির্মূলের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলো তাদের প্রচেষ্টা এবং কৌশলগুলো কার্যকরভাবে সমন্বয় করছে।
	শিশুদের জন্য শিক্ষার সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হবে শৌচাগার ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলি উন্নত করা, দূরশিক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, স্কুলে যাতায়াত ও স্কুল সামগ্রীর খরচ বহন করা এবং সকল শিশুকে স্থায়ী ঠিকানা বা প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্রের জন্য বাধ্যবাধকতা ছাড়াই বিদ্যালয়ে ভর্তি করার অনুমতি দেওয়া।